দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 07 SEP 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

002

শিক্ষাঙ্গন

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা

আগামী ২ হাজার সালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হবে বলে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। দু'হাজার সনের ১২ বছর বাকী রয়েছে এর মধ্যেই উক্ত ব্যাপারে দৃঢ়তর পদক্ষেপ গ্রহণ করার ব্যবস্থা চলছে।

১৯৭৩ সনে দেশের সব কয়টি চালু বিদ্যালয়কে সরকারী করা হয়। উদ্দেশ্য ছিল, প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন। কিন্তু তা আদৌ হয়নি। বরং নানা দিক দিয়ে উক্ত শিক্ষার এমনকি ঘটেছে। বিদ্যালয়ে গিয়েও ৮৫ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী মুর্খ হয়ে বিদ্যালয় ত্যাগ করছে। এর ফলে, দেশে নিরক্ষর লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিদ্যালয়গুলোকে সরকারীকরণের উদ্দেশ্য সফল হলে ৮৫/৯০ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী এতদিনে শিক্ষিত হয়ে উঠতো এবং নিরক্ষর লোকের সংখ্যা কমে যেতো। কিন্তু এ শিক্ষার জন্য প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা হচ্ছে।

দেশে ৪০ হাজার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। ওগুলোর ৯৫টিতে শিক্ষা স্বল্পতা বিরাজ করছে। প্রায় বিদ্যালয়ই ২/১ জন শিক্ষক দিয়ে চালাতে হচ্ছে। অথচ শ্রেণী রয়েছে ৫টি। তাহলে ২ জন শিক্ষক দিয়ে ৫টি শ্রেণী কিভাবে চলে?

পল্লীর ৯৫ ভাগ বিদ্যালয়ে ১ম ও ২য় শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে। অন্যান্য শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রী খুব নগণ্যই বলা চলে।

পল্লী এলাকায় মসজিদ ও মক্তবে ১০০ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী গমন করে কোরআন পড়ার জন্য। তাই আমরা মনে করি, মক্তবে ১ম ও দ্বিতীয় শ্রেণী চালু করা একান্ত পরয়োজন এবং এ দায়িত্ব মক্তবের শিক্ষকদেরকে প্রদান করা যেতে পারে। কেননা, ৬৮ হাজার গ্রামের সব কয়টিতেই একাধিক মক্তব রয়েছে। হিন্দু এলাকায় টুল করে এ ব্যবস্থা করা যেতে পারে। অতঃপর যে তিনটি শ্রেণী থাকবে তা ৩ জন শিক্ষক দিয়ে ভালভাবে চালু করা সম্ভব।

অবস্থা ভেদে, ১ম শ্রেণী থেকে তৃতীয় শ্রেণী এবং ৪র্থ শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত দু'শ্রেণীর প্রাথমিক বিদ্যালয় পল্লী এলাকায় চালু করার কোন অসুবিধা নেই। দু'টি ও ৩টি শ্রেণীর লেখাপড়া সঠিকভাব চালাতে পারলে একদিকে যেমন উচ্চ শিক্ষার পথ সুগম হবে, অন্যদিকে নিরক্ষর লোকের সংখ্যা হ্রাস পাবে। তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত শুধু বাংলা অংক শিক্ষাদান করাই সমীচীন বলে আমরা মনে করি।

শিক্ষার মান উন্নয়নে ৫ম ও ৮ম শ্রেণীর শেষে দু'টি সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক পরীক্ষা অবশ্যই প্রবর্তন করতে হবে। ৮ম শ্রেণীর পরীক্ষাটি বিভাগ ভিত্তিক চালু করা উচিত।

এ ব্যবস্থা প্রবর্তন করলে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে কেবল মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীর ভর্তির সুযোগ হবে এবং নকল প্রবণতা দূর হবে। আজকাল নীচু স্তরে কোন পরীক্ষা না থাকায় মাধ্যমিক স্তরসহ উচ্চ স্তরের সর্বত্রই নকল প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৮ম শ্রেণী পর্যন্ত যুগের চাহিদামাফিক বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি শিক্ষার প্রবর্তন করতে হবে। অর্থাৎ অষ্টম শ্রেণী পড়ে যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা একটা না একটা কাজ করে জীবন চালিয়ে নিতে পারে তার ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে। কেন-না, বর্তমান কারিগরি ও বিজ্ঞানের যুগ।

পল্লী এলাকায় ১ মাইলের মধ্যে ৩/৪টি বিদ্যালয় রয়েছে। ওগুলোকে একত্রিত করে চালু করলে কিছু অতিরিক্ত শিক্ষক পাওয়া যাবে। দেশে এমনও গ্রাম রয়েছে যেগুলোতে একাধিক বিদ্যালয় বহুকাল ধরে চলে আসছে।

এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করলে সরকারের ইপ্সিত লক্ষ্য 'সবার জন্য শিক্ষা' বাস্তবায়ন সহজ হবে বলে আমাদের প্রত্যাশা।

—মোহাম্মদ আদীল